গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.nbr.gov.bd

নথি নং: ০৮.০১.০০০.০১.০৫.০০২.২০১৬/ ১১ **তারিখঃ ১৫/১০/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।**

প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বক্তব্য

দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় আজ ১৫/১০/২০১৭ তারিখে প্রথম পৃষ্ঠায় "অস্ত্র উচিঁয়ে রাজস্ব আদায় করতে চায় এনবিআর" মর্মে বিশেষ প্রতিবেদনের উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। উক্ত রিপোর্টটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ১০ অক্টোবর ২০১৭ এ অনুষ্ঠিত সেমিনারে আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ও বক্তব্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। "অস্ত্র উচিঁয়ে রাজস্ব আদায়" শিরোনামটি অত্যন্ত নেতিবাচক, মনগড়া, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের সম্মানিত ব্যবসায়ী ও করদাতাদের সাথে একটি ঘনিষ্ট পার্টনারশীপ নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু কথিত রিপোর্টে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সম্মানিত ব্যবসায়ী ও করদাতাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির অপপ্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সাম্প্রতিককালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং, মানিলন্ডারিং, রাজস্ব ফাঁকি ও চোরাচালান প্রতিরোধসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম হামলা ও হুমকির সম্মূখীন হয়েছে। বিশেষ করে কতিপয় ক্ষেত্রে সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে রাজস্ব কর্মকর্তাদের আইনী ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে ঝুঁকি বেড়ে গেছে এবং তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

সরকার নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে বর্ণিত সেমিনারটি আয়োজন করা হয়েছিল। প্রকৃত অর্থে সম্মানিত করদাতাদের প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবরই যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে আসছে। কতিপয় কর ফাঁকিবাজ, চোরাচালানী, জঙ্গিবাদে অর্থায়নকারী এবং মানিলন্ডারিং অপরাধসহ অন্যান্য অপরাধে জড়িত ব্যক্তি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এই আইনী উদ্যোগকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং নানরুপ হুমকি ও হামলা করেছে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে সাধারণ ও সৎ ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা। একইসাথে, এতে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ, অর্থনীতি ও বিশেষ করে নিরাপত্তার প্রতি ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।

এই ঝুঁকিকে সামনে রেখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম.এ.মান্নান এর উপস্থিতিতে পুলিশ, বিজিবি, আনসার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফায়ার ব্রিগেড, কোস্টগার্ড, প্রশাসনসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই সেমিনারে খোলামেলা আলোচনা হয়। সেখানে উপস্থিত সকল বক্তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আইনী দায়িত্ব পালনে সৃষ্ট নিরাপত্তহীনতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে এটি মোকাবেলা করার জন্য নানামূখী কৌশল অবলম্বনের পরামর্শ দেন। এর মধ্যে ৩টি প্রধান কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যার প্রথমটি হচ্ছে বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে চলমান অংশীদারিত্ব সমুন্নত রাখা; দ্বিতীয়ত অভ্যন্তরীণভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সক্ষমতা তৈরী করা এবং তৃতীয়ত দুর্নীতি দমন কমিশনের ন্যায় পুলিশবাহিনী থেকে প্রেষণে নিযুক্ত পৃথক একটি 'আর্মড ইউনিট' গঠন করা। এইসব কৌশল এখনো আলোচনার পর্যায়ে সীমিত রয়েছে।

যে কোন সংস্থার রাষ্ট্রীয় ও আইনী কার্যক্রম সম্পাদনে নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি থাকলে সেটি আমলে নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা অত্যন্ত যৌক্তিক বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মনে করে। তবে কেবলমাত্র যেখানে অপরাধের সংশ্লেষ ও ঝুঁকি থাকবে সেখানেই এই নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রযোজ্য হবে। ব্যবসায়ীসহ সকলকে সাথে নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যথাযথ কর আহরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

উল্লিখিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এই প্রতিবাদপত্র একই গুরুত্ব সহকারে আপনার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(সৈয়দ এ, মু'মেন)
জনসংযোগ কর্মকর্তা

প্রাপক,
বার্তা সম্পাদক
দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন